রোগ আরোগ্যে গাছের অবদান

আব্দুর রশীদ
গবেষনা উপ আধিকারিক

সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মানুষ গাছ গাছড়া আর তার বিভিন্ন অংশকে রোগ আরোগ্যের ব্যাপারে ব্যবহার করে আসছে। পূর্বকালে মানুষ ভাবত, নিশ্চয়ই এই সব গাছ পাতার আকৃতি প্রকৃতির মধ্যে প্রকৃতির গোপন ইঙ্গিত রয়েছে। তাই তারা শরীরের যে অংশ রোগাক্রান্ত হতো, তারই সামঞ্জস্য অনুসারে গাছের বিভিন্ন অংশ রোগ আরোগ্যের জন্য ব্যবহার করত। কালের প্রবাহে ধীরে ধীরে সব কিছুতেই পরিবর্তন হল, জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে মানুষ রোগের কারণ নির্ণয়ে সমর্থ হলো, তার সাথে সাথে কোন গাছ কোন্ গুণ সম্পন্ন তাও তারা জানতে পারল। এমনি ভাবে মানুষের ত্যাগ আর সাধনার ফলে রোগ আর গাছ গাছড়ার মধ্যে বিজ্ঞান সম্মত সম্পর্ক গড়ে উঠল। উদ্ভিদ জগত এমনি ব্যাপক আর বৈচিত্র্যময় যে আজও মানুষ তাকে সম্পূর্ণ করে চিনতে পারে নাই। তাই বলে মানুষ অলস হয়ে বসে নেই, অবিরাম গতিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলছে মানুষ অজানাকে জানতে। আজও পৃথিবীতে অনেক রোগ দুরারোগ্য। রোগের চিকিৎসার জন্য পৃথিবীর বড় বড় মনিষীরা দিনরাত পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চলছেন। কে জানে হয়ত সেই রোগ আরোগ্য করতে পারে এমন গাছ গাছড়া নিত্য আমাদের পদদলিত হচ্ছে।

আমাদের চারিদিকে এই যে ছড়িয়ে রয়েছে

ঝোপ জঙ্গল আর গাছপালা, তা শুধু আমাদের খাদ্য ও পরিবেশই জোগায় না, রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করে বাঁচার চাবিকাঠি পর্যন্ত তারই হাতে। এই ভেষজ ঔষধের উৎকর্ষ সাধনে যে কয়জন মনিষী জীবনের সুখ শান্তি আরাম আয়েশ ত্যাগ করেছিলেন তার মধ্যে হেকিম আজমল খানের নাম উল্লেখযোগ্য। আজও তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতি লোকের কাছে কিংবদন্তী হয়ে রয়েছে। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে তাল মিলিয়ে মানুষ গাছ গাছড়ার নির্য্যাস থেকে অনেক রকম ঔষধ প্রস্তুত করছে। অবিভক্ত ভারত ছিলো ~~স~~ তখন এই ঔষধীয় গাছ-গাছড়ার গুদাম স্বরূপ। দাক্ষিনাত্যের মালভূমি, কাশ্মীর উপত্যকা প্রভৃতি স্থানে যে পরিমান ঔষধীয় গাছ গাছড়া পাওয়া যেত, তাতে দেশের চাহিদা পূরন করেও বিদেশে রপ্তানী করা যেত। তাই মানুষ অন্য কোন দিকে এ ব্যাপারে আর কোন প্রকার চেষ্টা করে নাই। দেশ বিভাগের পর আমাদের অংশে অতি অল্প পরিমান বনসম্পদই এসেছিল এবং তা ছিল উদ্ভিদীয় প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগন্য। তাই স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রথম থেকেই আমাদের ভাবতে হয়েছে কি করে দেশের কাঠের চাহিদা পূরন করা যায় এবং বনসম্পদ বাড়ানো যায়। দেখা গেল আমাদের ঔষধীয় গাছ-গাছড়া আমদানী করতেও বেশ কিছু পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হচ্ছে। আমাদেরই বনে কি পরিমান বিভিন্ন প্রকার ঔষধীয় গাছ গাছড়া আছে তারও কোন সঠিক বিবরন কারও জানা ছিল না। তাই সরকার বনজ সম্পদের মধ্যে এই যে আর এক সম্পদ লুকিয়ে আছে তা জানার জন্য সচেষ্ট হলেন। তা ছাড়া দেশের চাহিদা পূরন করার জন্য কি ভাবে ঔষধীয় গাছগাছড়ার ব্যাপক চাষ-

করা যায় তা পরীক্ষণ নিরীক্ষণ করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা গড়ে তুললেন। তাঁরা শুধু আমাদের দেশীয় গাছ গাছড়া উৎপাদনের মধ্যেই নিজের চেষ্টা সীমাবদ্ধ রাখেন নাই বরং কি করে বিদেশী গাছ আমাদের মাটি আর জলবায়ুতে উৎপাদন করা যায় তার পরীক্ষাও অবিরাম গতিতে চালিয়ে যাচ্ছেন।

আমাদের এই বনগবেষনাগারের বিভিন্ন বিভাগের একটি অংশ এই ঔষধীয় গাছ গাছড়ার গবেষনায় নিয়োজিত। দেশের বনজ সম্পদের ভিতর কি পরিমান ঔষধীয় গাছ আছে তার সংখ্যা ও তথ্যাবলী সংগ্রহ করা, যে সমস্ত মূল্যবান ঔষধি জঙ্গলে ইতঃস্তত জন্মে তাকে চাষাবাদের মধ্য দিয়ে কি করে প্রচুর পরিমানে ফলানো যায় তার চেষ্টা করা, দেশীয় বাজারে কোন কোন ঔষধের গাছের কি পরিমান চাহিদা ও মূল্য; তা নিরূপন করা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহৃত ঔষধীয় গাছে মিশ্রিত ভেজালের পরিমান নির্নয় করা এবং তা দূরীকরনের পথ বের করা এবং সব শেষে দেশীয় চাহিদা পূরন করে বিদেশে প্রয়োজন আছে এমন সব ঔষধীয় গাছ দেশে উৎপাদন করে রপ্তানী মারফত জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা এই অংশের প্রধান কাজ।

উপরোক্ত লক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে এই বিভাগ গত পাঁচ বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছে। এই অল্প সময়ে নানা প্রতিকূল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও লক্ষ্য অর্জনে আমরা অনেক দূর এগিয়েছি। জাতীয় সেবায় আমরা যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে এই কাজ করে যাচ্ছি তা খুবই কঠিন এবং তার ফলও ধীরে ধীরে অর্জিত হবে। এমন দিন দূরে নয় যেদিন আমরা দেখব আমাদের লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য সাফল্য মন্ডিত হয়েছে। আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা একদিন জাতীয় সমস্যা সমাধান করে দুঃস্থ মানুষের সেবায় অনেক খানি সাহায্য করবে।

———o———